96028 - আযাবরে আয়াত পাঠকালে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়া শরয়িতসদ্ধি

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি নামাযে কুরআন তলোওয়াতকালে আযাবরে আয়াতগুলোতে থামনে তার হুকুম কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জমহুর আলমে (অধকিাংশ আলমে) এর মতে, নামাযীর জন্য আযাবরে আয়াত অতক্রিমকালে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং রহমতরে আয়াত অতক্রিমকালে রহমত প্রার্থনা করা সুন্নত। যহেতেু সহহি মুসলমিে (৭৭২) হুযাইফা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে এক রাতে নামায আদায় করছে।ি তনিি সূরা বাক্বারা শুরু করলনে। আমি ভাবলাম: তনিি একশ আয়াত পড়ে রুকু করবনে। কন্িতু তনিি পড়তে থাকলনে। আমি ভাবলাম তনিি পূর্ণ সূরা দয়িে এক রাকাত পড়বনে। কন্িতু তনিি পড়তে থাকলনে। আমি ভাবলাম তনিি এই সূরা পড়ে রুকুতে যাবনে। কন্িতু তনিি বাক্বারার পর নসিা পড়া শুরু করলনে। নসিা পড়া শষে করে আলে ইমরান শুরু করলনে এবং আলে ইমরান শষে করলনে। তনিি ধীরস্থরিভাবে পাঠ করে যাচ্ছলিনে। যখন কোন আয়াত অতক্রিম করতনে যাতে তাসবীহ এর কথা আছে তনিি তাসবীহ পাঠ করতনে। যখন কোন প্রার্থনার আয়াত অতক্রিম করতনে তখন প্রার্থনা করতনে। যখন কোন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত অতক্রিম করতনে তখন আশ্রয় চাইতনে।

তরিমযিি ও নাসাঈ-র ভাষ্যে এসছে: যখন কোন আযাবরে আয়াত অতক্রিম করতনে তখন থামতনে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতনে।

আবু দাউদ (৮৭৩) ও নাসাঈ () আওফ বনি মালকি আল-আশজাঈ (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে, এক রাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাযে দাড়াই। তনিি সূরা বাক্বারা পাঠ করনে। যখন রহমতরে আয়াত অতক্রিম করতনে তখন তনিি থামতনে এবং রহমত কামনা করতনে। যখন কোন আযাবরে আয়াত অতক্রিম করতনে তখন তনিি থামতনে এবং আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতনে। এরপর তনিি কয়িামরে সমপরমিাণ সময় রুকুতে অতবিাহতি করনে। রুকুতে তনিি: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ পাঠ করনে। অতঃপর তনিি কয়িামরে সমপরমিাণ সময় সজিদায় অতবিাহতি করনে। সজিদাতওে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করনে। এরপর দাঁড়ান এবং সূরা আলে ইমরান পাঠ করনে। এরপর এক একটি সূরা পাঠ করনে।

এই হাদসি প্রমাণ করে যে, প্রত্যকে আযাবরে আয়াত ও আশ্রয় প্রার্থনার আয়াতে থামা শরয়িতসদ্ধি।

নববী (রহঃ) 'আল-মাজুম' গ্রন্থে (৩/৫৬২) বলনে: ইমাম শাফয়েি ও আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: নামাযে কংিবা নামাযরে বাইরে তলোওয়াতকারীর জন্য প্রত্যকে রহমতরে আয়াত পাঠকালে আল্লাহ্র কাছে রহমত প্রার্থনা করা, আযাবরে আয়াত পাঠকালে আল্লাহ্র কাছে আযাব থকেে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাসবীহরে আয়াত পাঠকালে তাসবীহ পাঠ করা কংিবা উপমার আয়াত পাঠকালে অনুধাবন করা সুন্নত। আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: এটি ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারী সকলরে জন্য মুস্তাহাব। নামাযরে মধ্যে কংিবা নামাযরে বাইরে প্রত্যকে তলোওয়াতকারীর জন্য মুস্তাহাব; ফরয নামায হোক কংিবা নফল নামায হোক। আমীন বলার ন্যায় এ ক্ষত্রেে ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারী সবাই সমান। এই মাসয়ালার পক্ষে দললি হচ্ছে হুযাইফা (রাঃ) এর হাদসি...। এটি আমাদরে মাযহাবরে বস্তিারতি অভমিত। ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) বলনে: নামাযরে মধ্যে রহমতরে আয়াত পাঠকালে রহমত প্রার্থনা করা কংিবা আশ্রয় প্রার্থনা করা মাকরূহ। আমাদরে মাযহাবরে অনুরূপ অভমিত ব্যক্ত করছেনে সলফে সালহেীন অধকিাংশ আলমে এবং তাদরে পরবর্তী আলমেগণ।[সমাপ্ত]

কাশ্শাফুল ক্বনিা গ্রন্থে (১/৩৮৪) বলছেনে: "ফরয নামায ও নফল নামাযে রহমতরে আয়াত কংিবা আযাবরে আয়াত পাঠকালে তনিি দোয়া করতে পারনে ও আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারনে।"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: জাহরী নামাযে ইমাম তলোওয়াতকালে মুক্তাদি যখন এমন কোন আয়াত শুননে যে আয়াত আশ্রয় প্রার্থনাকে আবশ্যক করে কংিবা তাসবীহ পাঠকে আবশ্যক করে কংিবা আমীন বলাকে আবশ্যক করে তখন যে ব্যক্তি আমীন বলে, কংিবা জাহান্নাম থকেে আশ্রয় চায় কংিবা সুবহানাল্লাহ্ বলে তার হুকুম কি?

জবাবে তনিি বলনে: যে আয়াতগুলো তাসবীহ পাঠকে আবশ্যক করে, কংিবা আশ্রয় প্রার্থনাকে আবশ্যক করে, কংিবা দোয়া করাকে আবশ্যক করে তলোওয়াতকারী যদি কয়িামুল লাইল (রাতরে নফল নামায)-এ এমন আয়াতগুলো অতক্রিম করনে তখন তার জন্য আয়াতরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমলটি করা সুন্নত। যদি কোন শাস্তরি আয়াত অতক্রিম করে তখন আশ্রয় চাইবে। যদি কোন রহমতরে আয়াত অতক্রিম করে তখন রহমত চয়েে দোয়া করবে। আর যদি ইমামরে তলোওয়াত শুনে তাহলে চুপ থাকা ও তলোওয়াত শুনা ব্যতীত অন্য কছিুতে ব্যস্ত না হওয়াই উত্তম। হ্যাঁ; যদি ধরে নয়ো হয় যে, ইমাম আয়াতরে শষেে থামবনে এবং সটেি যদি রহমতরে আয়াত হয় আর মুক্তাদি দোয়া করনে কংিবা যদি শাস্তরি আয়াত হয় আর মুক্তাদি আশ্রয় প্রার্থনা করনে কংিবা যদি আল্লাহ্র মর্যাদাজ্ঞাপক আয়াত হয় আর মুক্তাদি তাসবীহ পড়নে এতে কোন অসুবধিা নইে। পক্ষান্তরে ইমাম যদি তার পড়া অব্যাহত রাখনে আর মুক্তাদি এ আমলগুলো করনে তাহলে আমার আশংকা হয় যে, এটি মুক্তাদকিে ইমামরে তলোওয়াত শুনা থকেে বরিত রাখবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সাহাবীদরেকে জাহরী নামাযে তাঁর পছেনে পড়তে শুনছেনে তখন তনিি বলছেনে: "তোমেরা উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতহিা) ছাড়া অন্য কছিুর ক্ষত্রেে এটি করবে না। কারণ যে ব্যক্তি সটেি পড়বে না তার নামায নইে"।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থকেে সমাপ্ত]

আলমেদরে মধ্যে কউে কউে এ আমলকে নফল নামাযরে সাথে খাস করছেনে। কনেনা নফল নামাযে এই আমল করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে উদ্ধৃত হয়ছে। তবে কউে যদি ফরয নামাযে করনে তাহলে সটেি জায়যে হব; যদওি সুন্নত না হয়।

কউে কউে বলছেনে: ফরয নামায ও নফল নামায উভয়টতিে করব।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।